# পরানটা যে পোড়ে

তুহিন খান

মনন প্রকাশ

# লেখকের অভিব্যক্তি

আমি কোন পেশাদার কবি নই। প্রতিষ্ঠিত কবি হওয়া অনেক বড় বিষয়। সে যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে করিনা। বইটির লেখাগুলো ইতিপূর্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্মানিত পাঠককূলের উৎসাহ, সাড়া পাবার কারণে মুলত বইয়ের মলাট আকারে প্রকাশ করার সাহস যুগিয়েছে আমাকে। কবিতার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একটি দূরুহ কাজ। যেটা ইতিপূর্বে বিখ্যাত কবিদের দ্বারা অনেকটা সম্ভবপর হয়েছে। বইটির লেখাগুলো পড়লেই সমাজ তথা রাষ্ট্রের আমুল পরিবর্তন হবে এমন আশা ক্ষীণ। লেখার মাধ্যমে এমন কাজ আমার কাছে স্বপ্নের নামান্তর মাত্র! লেখাগুলো পড়ে কেউ আদর্শ মানুষ হবেন বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যাবে এমন আশা দূরাশার শামিল। বইটিতে প্রেম, বিরহ, পারিবারিক, সামাজিক, দেশাত্ববোধের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। আমার অদক্ষ হাতে এটা প্রথম কোন কবিতার বই বা প্রকাশ। জীবনে কখনোই ভুলের উর্ধ্বে ছিলাম না, এখনো নই। কোন পাঠকের জীবনের সাথে লেখার কোন অংশ মিলে গেলে বা ভাল লাগলে লেখার স্বার্থকতা খুঁজে পাবো। মানুষের ভেতরে বসবাস করা মনুষত্বের জাগরণ হলে যে কোন লেখা স্বার্থকতায় রূপ নিতে পারে। যার লেখা থেকে অনেক কিছু শেখা তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতৃতুল্য অগ্রজ (মেজভাই) কবি, কলামিষ্ট, সাংবাদিক মোহন হাসান। বইটি প্রকাশে আড়াল থেকে মহৎপ্রাণ একজন মানুষ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সর্বাত্মক সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি কাব্যপ্রেমিক পাঠক মহলে সমাদৃত হলে তবেই স্বার্থক হবে আমার এই চেষ্টা ও শ্রম। সবশেষে আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা সম্মানিত পাঠক সমাজের প্রতি।

**-তুহিন খান**

## তুমি যখন এলে

জেগে থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুমের ঘোরে তোমার ছবি আঁকি।
স্বপ্নগুলো চুপটি করে গেল বলে–
পূর্ণিমার রাতে তুমি যখন এলে।

একাকী নীরবতায় বা কাজকর্মে
এ মনটি ভরে দিলে নতুন স্বপ্নে।
কখন এ মন হারিয়ে ফেলেছি
তোমার মনে, তুমি যখন এলে।

অসুখের সাথে করে চলেছি যুদ্ধ
প্রয়াস জীবন করব পরিশুদ্ধ।
বিশ্বাস বিজয়ী তুমিই করে দিলে
নিশ্বাসের গন্ধে– তুমি যখন এলে।

অদৃশ্যে তোমাকে দেখি সুস্থতায়
চিরদিন থাকবে ও শুভ কামনায়।
অসুস্থতায় তুমি সফলতা দিলে
আড়ালে থেকে– তুমি যখন এলে।

দুই মেরুতে দুজনে করি বসবাস
থাকবে আমার মনে হয়ে আকাশ।
দুঃসহস্মৃতি মুছে এ মনে এঁকে দিলে
সৌরভের গৌরবে– তুমি যখন এলে।

ভুলের সাথে আমার ছিল বসবাস
স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে করে যায় সহবাস!
জীবনটা দিতে পাড়ি স্বপ্ন দিলে
আশা এ বুকে– তুমি যখন এলে।

জীবনে অজস্র ক্ষণ গেছে কেটে
তোমার মনের মাঝে দেখেছি হেঁটে
চুপিসারে কখন তুমি বিদায় নিলে–
আবার যেন বলি তুমি যখন এলে।

# ফিরে না আসি

ক্ষণে ক্ষণে তোমার ভালোবাসার
গভীরতায় আমার অনেক ঋণ
তোমাকে ভোলা ভীষণ অসম্ভব
জানি ভোলা যাবে না কোনোদিন।

অসুখের মাঝেও তুমি সুস্থ
কাজের ফাঁকেও তুমি ব্যস্ত
আমার আয়ুষ্কাল যত ফুরোবে
দুঃখ-কষ্টে তুমি মনে বেঁচে রবে।

তোমাকে তোমারই মতো করে
ভালোবাসতে পারিনি কোনোদিন
মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে থাকুক
ভালোবাসা কভু হয় না অমলিন!

অসংখ্যবার ভুলে থাকার জন্য
সিদ্ধান্তে বারবার হয়েছি ব্যর্থ!
তোমার শরীর-মন পড়ে আমি
সেথায় খুঁজে পাইনি কোনো স্বার্থ।

কভু দেখা হবে না তোমার সাথে
তবু কেন মনে পড়ে দিন-রাতে?
সহস্রাব্দ নিমেষেই হয়েছে গত
স্মৃতি জমে আছে যে কত শত।

যতটা দূরে সরে যেতে চেয়েছি
পরক্ষণেই আরো কাছে এসেছি।
যদি আর কখনো ফিরে না আসি
বিশ্বাস রেখো তোমাকেই ভালোবাসি।

# প্রত্যাশা

জীবন যেখানে থমকে দাঁড়ায়
জমানো স্বপ্নগুলো দৃষ্টি হারায়
সেইখানেতে উপস্থিতি তোমার
প্রেয়সী তুমি ভালোবাসা আমার

বুঝতেই পারিনি আমি তোমার
গভীরতর ভালোবাসার প্রকাশ
তুমি আমার ভালোবাসার আকাশ
প্রাণেতে তুমি বিশ্বাসের নিশ্বাস

এতটাই মায়াবতী কেন তুমি?
তোমার ভালোবাসায় বিজিত আমি
মমতায় জড়ানো তোমার দরদ
বুঝতেই পারিনি আমি নির্বোধ!

দূর হতে দাও চোখেরজল মুছিয়ে
জীবনটা আমায় দিলে গুছিয়ে
মানুষ এত ভালোবাসতে পারে?
দুঃসময়ের এলে মনের দুয়ারে।

আনন্দ অশ্রু দিলে উপহার
তোমার আঙিনায় আমার দুয়ার
নিয়মিত শিহরিত হই মনে মনে
মনে পড়ে তোমায় প্রতিটি ক্ষণে

পাব না জানি তবুও ভালোবাসি
স্বপ্ন আমার মনেতে রাশি রাশি
বলতে পারি না তুমিই ভালোবাসা
ভালো ও সুখে থেকো তুমিই প্রত্যাশা।

জীবন যেখানেই থমকে দাঁড়ায়
তীরে এসেও সে তীরটি হারায়!
আড়ালে থেকে তুমি স্বপ্ন আঁকো
নিঃসঙ্গতায় আমায় রেখো নাকো।

## তোমার অপেক্ষায়

তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো
আমি কখনোই সে আশা করিনি
পঞ্জিকার পাতায় গোলচিহ্ন এঁকে
রাখো তুমি তা কখনোই চাইনি।

একটু পরপর ঘড়ির কাঁটা কতদূর
এগুলো থেকো না অপলক দৃষ্টিতে
বরং অগণিত সময় বা দুঃসময়ে
বারবার ফিরে এসো নব সৃষ্টিতে।

তোমার জন্য মিছিল করতে গিয়ে
দেখেছি উঁচুতলার লোকের ভিড়
রাজপথের আন্দোলনে দেখেছি
বিত্ত-বৈভবে তোমার সুখের নীড়

জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম ব্যহত
করে অমূল্য সময়কে করো না নষ্ট
ভুলের মধ্যে তুমি করো না বসবাস
তাতে মুহুর্মুহু বাড়বে তোমার কষ্ট!

তোমাকে একবার দুবার নয় বরং
বলতেই থাকব অনেক বড়ো হও
তোমার আপন সত্তার উদারতায়
তুমিই বিশ্বে আলোর দ্যুতি ছড়াও

চেয়ে দেখো আমি শুধু তোমার জন্য
আবার তোমার কাছে এসেছি ফিরে
বলেছিলাম আবার যদি ফিরে আসি
আরেকবার লিখব তোমাকে ঘিরে

আমার অতৃপ্ত মনের ভালোবাসার
কাছে আমার এখনো অনেক দায়
পাব না জেনেও আমৃত্যু চাইব
শুধুই থাকব তোমার অপেক্ষায়–

## ফেরারি কষ্ট

তোর মন খারাপের খবর শুনলে
নিস্তব্ধ হয়ে যায় আমার হৃদ-মাঝার
না চাইলেও ফেরারি কষ্ট মনে জেগে
ওঠে দুঃসময়ে, সু-সময়ে বারংবার।

না চাইলেও নিভৃতে, নিঃশব্দে, ক্ষত
মন নিয়ে বসবাস করি নিজ জগতে;
প্রিয়-অপ্রিয় স্মৃতি পাথর বেশে চাঁপা
কষ্ট যন্ত্রণা নীরবে হয় যে সইতে!

এক ভুবনের একই ছাদের নিচে
বিপরীত অবস্থানে আমাদের বসবাস
চলমান ধারা মুহূর্তে ফুরোবে তখন
শেষ নিশ্বাসের দমটি ফুরোবে যখন!

খুব মনে পড়ে তোকে সাথে নিয়ে
কেটেছে আট বছর আগের ঈদ।
বুকের ভিতরে বিঁধে আছে কাঁটা
দাগ জমানো ক্ষত আমার হৃদয়!

শুনেছিলাম রক্তের সাথে নাকি
রক্তের টান থাকে, স্রষ্টারই দান
রঙটি যদিও সবার একইরকম
ক্ষমা করিস তুই ভেঙে অভিমান!

না দেখা পাবার শূন্যতা পার হয়ে
যায়, সময় ও মন থাকে বড়ো নির্মম!
দেখে যাস, দেখব না তোকে আর
এ দেহঘড়ির যখন ফুরোবে দম।

যখন যেখানে যেভাবেই থাকিস
শরীর ও মনের নিজেই যত্নে রাখিস।
নিয়তিতে তোর পাওয়া অবহেলা!
চেয়ে থাকি আমি সূর্যাস্তের বেলা!

জুলুমবাজরা যতই আত্মসাৎ করুক
জীবন তাদের হয়নি ফুলে-ফুলে ভরা,
পরিসংখ্যানের খাতায় হিসেব কষেছি
জীবনটা ছিল আমার ভুলে ভুলে ভরা!